بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

আন নাফির বুলেটিন - ৩৬

উত্তম পন্থায় প্রতিহত করাও প্রতিরোধমূলক জিহাদ

পরিবেশনায়: আন-নাসর মিডিয়া

মুহররম – ১৪৪৫ হিজরি

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর; যিনি তাঁর বান্দাদের ঝগড়া-বিবাদ করতে নিষেধ করেছেন। দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক; আল্লাহর রাসূলের প্রতি, যিনি উত্তম চরিত্রের পূর্ণতা দানের জন্য প্রেরিত হয়েছেন। রহমত বর্ষিত হোক তাঁর পরিবার ও সাথীবর্গের উপর, যারা কুফর ও নিফাককে টুকরো টুকরো করে দিয়েছেন।

হামদ ও সালাতের পর-

ক্রোধ সংবরণ করা, সহনশীলতা, সীমালঙ্ঘনকারীর সীমালঙ্ঘন, জালিমের জুলুম ও স্বেচ্ছাচারীর স্বেচ্ছাচারিতার উপর ধৈর্য ধারণ করা এবং সাথীদের সাথে কোমল আচরণ করা - আল্লাহর পক্ষ থেকে এক মহান নেয়ামত ও সৌভাগ্য। এগুলো মুজাহিদদের মর্যাদাকে বৃদ্ধি করে। মুমিনদের করে সম্মানিত। আল্লাহ তাআলা বলেন-

وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

“অর্থঃ এবং যারা নিজের ক্রোধ হজম করতে ও মানুষকে ক্ষমা করতে অভ্যস্ত। আল্লাহ সৎকর্মশীলদিগকেই ভালবাসেন।” (সূরা আলে ইমরান ৩:১৩৪)

মহান আল্লাহ তাআলার এই আয়াতের সূত্র ধরে আমরা সকল মুজাহিদ ভাইদেরকে আহ্বান করবো; তারা যেন পারস্পরিক ঝগড়া-বিবাদ ও আত্মকলহ বর্জন করে চলে। অন্য কারো থেকে আসা জুলুম বা অপবাদকে সহ্য করে নেন। নিচের আয়াতে তাদের জন্য রয়েছে উত্তম উপদেশ-

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ﴿٩٧﴾ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ﴿٩٨﴾ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿٩٩﴾

“অর্থঃ আমি জানি যে আপনি তাদের কথাবার্তায় হতোদ্যম হয়ে পড়েন। অতএব, আপনি পালনকর্তার তাসবীহ পাঠ করুন এবং সেজদাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যান। পালনকর্তার ইবাদত করুন, আপনার কাছে মৃত্যু আসার আগ পর্যন্ত।” (সূরা হিজর ১৫:৯৭-৯৯)

হে আমার বীর মুজাহিদ ভাইয়েরা! হে সৎ পথের পথিক মুজাহিদ!

আপনাদের জিহাদি জীবনের অন্যতম গুণাবলী হবে: অন্যকে মাফ করা, অন্যের প্রতি স্নেহশীল হওয়া এবং উত্তম পন্থায় প্রতিরোধ করার বিষয়ে নিজেকে প্রস্তুত করা। আপনাদের কর্তব্যই হচ্ছে: জিহাদি দলগুলোকে ইউসুফী গুণে ও মুহাম্মদী শিষ্টাচারে দীক্ষিত করা (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)।

তাই মুজাহিদগণের উচিত - নিজের সর্বোচ্চ সামর্থ্য দিয়ে, নিজের নফসের সাথে কঠোর মুজাহাদা করে হলেও নিজেকে উত্তম ও সুন্দর চরিত্রের অধিকারী বানানো। পাশাপাশি নিজেদেরকে নিচু চরিত্র ও অনুত্তম স্বভাব থেকে বিরত রাখা।

উম্মাহ ও দ্বীনের কল্যাণার্থে আপনারা এক বিরাট আমানত ও এক মহান দায়িত্ব বুকে বয়ে বেড়াচ্ছেন। ইসলাম ও মুসলিমদের রক্ষা করার এ গুরু দায়িত্ব অর্পণের মাধ্যমে আল্লাহ তায়ালা আপনাদের সম্মানিত করেছেন। তাই আপনার ক্ষেত্রে নিজেকে গাফলত আর উদাসীনতার অতল গহ্বরে নিক্ষেপ করা মোটেও কাম্য নয়। আপনি উত্তম চরিত্র ও তার উৎকৃষ্টতার বিষয়ে আল্লাহর আদেশ ভুলে বসবেন – এমনটা যেন না হয়।

আমরা মহব্বত ও সম্মানের সাথে আপনাদের উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি; আমরা সকলেই নিম্নোক্ত বিষয়ে আদিষ্ট;

যখন আমরা অনর্থক কোন আলোচনার পাশ দিয়ে যাবো, তখন সম্মানের সাথে তা পাশ কাটিয়ে চলে যাবো। যখন মূর্খরা আমাদেরকে সম্বোধন করে ডাকবে, তখন আমরা শুধু বলব: “সালাম”।

সর্বোপরি; আমাদের সকলের জন্যই রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ। যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসে মুক্তির আশা রাখে, তাদের জন্য রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনে অনেক কিছু শেখার আছে। শয়তান যদি আমাদেরকে চারিত্রিক নিকৃষ্টতার দিকে প্রলুব্ধ করে, তাহলে চোখ কান বন্ধ করে সেদিকে হাঁটা যাবে না। ইবলিস যদি কুমন্ত্রণার দ্বারা আমাদেরকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করে, তবে ভুল করেও তার অনুসরণ করা যাবে না। কথা ও কাজে অবশ্যই ভারসাম্য ও মধ্যপন্থা বজায় রাখতে হবে। কেননা আল্লাহ তাআলা

আমাদেরকে ইসলামের শিখর জিহাদের কাজে লাগিয়েছেন, যাতে আমরা মুত্তাকীদের ইমাম হতে পারি। আমরা যেন আমাদের জান-মাল, জ্ঞান-বুদ্ধি ও সমস্ত চেষ্টা-সাধনা এমন কাজে ব্যয় করি, যার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদের নুসরত হবে। সেইসাথে আল্লাহর সন্তুষ্টিও অর্জন হবে। নিচু মানসিকতার কাজে বা সামান্য ঝগড়া-বিবাদে কেবল সে সকল লোকেই লিপ্ত হতে পারে, যাদের আখেরাতে কোন হিস্যা নেই।

মুজাহিদদের জন্য আমার ওসিয়ত:

আমরা কথা-কাজে সর্বক্ষেত্রে একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবো। তাকওয়াকে নিজেদের আত্মার সাথে জুড়ে নিবো। এটা আমাদের জন্য অনেক জরুরী। মানুষের সাথে নম্র আচরণ করবো। অজুহাতের দরজা খোলা রাখবো (মানুষের ওজর-আপত্তি মেনে নিবো)। কারণ, মানুষ অনেক সময় বাধ্য হয়ে, নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অপরের সাথে অসদাচরণ করে ফেলে।

সকল মানুষের প্রতি আমার ওসিয়ত:

আমাদেরকে সহনশীলতা, ক্রোধ দমন, ধৈর্য ও অপরকে ক্ষমা করে দেয়ার মত গুণে গুণান্বিত হতে হবে। আল্লাহর ওয়াদার বিষয়ে আস্থা রাখতে হবে।

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন-

إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ ﴿٣٨﴾

“অর্থঃ আল্লাহ মুমিনদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দিবেন।” (সূরা হজ্জ ২২:৩৮)

আমি সকলকে দোয়া, ইস্তিগফার ও সমস্ত মুসলিমকে ভালোবাসার ওসিয়ত করছি।

হে আল্লাহ! আপনি আমাদের এবং সকল মুসলিম যুবকের শুদ্ধতা দিন।

হে আল্লাহ! যে আমাদের প্রতি কিংবা কোন মুসলিমের প্রতি অসদাচরণ করেছে, তাকে তাওবার তাওফিক দিন। আমাদের হৃদয়গুলোতে সম্প্রীতি ঢেলে দিন। অন্তরে থাকা বিদ্বেষ দূর করে দিন। (আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন)

رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿١٠﴾

“অর্থঃ হে আমাদের পালনকর্তা, আমাদেরকে এবং ঈমানে আগ্রহী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা করুন এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রাখবেন না। হে আমাদের পালনকর্তা, আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়।” (সূরা হাশর ৫৯:১০)

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

***